বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশন

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

০৮ আগস্ট ২০২৩

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিয়েনায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব এঁর ৯৩তম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এঁর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব এঁর ৯৩তম ও জন্মবার্ষিকী জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম ও পালন করা হয়েছে।

০২। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানে শুরু হয়। আলোচনায় দেশ ও জাতির কল্যাণে বঙ্গমাতার অবদান ও বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে বঙ্গমাতার প্রভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা হয়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতার আন্দোলন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রেরণা ও অবদান রয়েছে। বক্তারা আরও বলেন, বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুর কারাগারে বন্দীকালীন সময়ে এবং সংগ্রাম মুখর জীবনে কোন প্রকার চাপের মধ্যে নতিস্বীকার না করতে বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি সাহস জুগিয়েছেন। বেগম মুজিব জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের সহধর্মিনী হয়েও আজীবন সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গমাতার পরামর্শ নিয়েছিলেন। জেলাখানায় বসে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লিখতে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রেও বেগম মুজিবের অবদান অনস্বীকার্য।

০৩। আলোচনায় বক্তারা শহীদ শেখ কামালের বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকও তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, জাতির পিতার সন্তান হিসেবে শেখ কামাল বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। জাতির পিতার মতই তাঁর মধ্যেও নেতৃত্ব দেওয়ার অসামান্য গুণাবলি বিদ্যামান ছিল এবং সেই গুণাবলির কারণেই মাত্র বাইশ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণসহ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একজন সফল সংগঠক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

০৪। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স জনাব রাহাত বিন জামান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বঙ্গমাতার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন, শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হওয়ার পেছনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অনন্য অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে অনবদ্য অবদান রেখে তিনিও হয়ে উঠেন বঙ্গমাতা। তাঁর মত মহিয়সী নারীর জীবনদর্শন অনুসরণ করার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

০৫। চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ সংগঠক হিসেবে শহীদ শেখ কামাল বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং বিকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তা বাংলাদেশের যুব সমাজের কাছে অসীম অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, শহীদ শেখ কামালের জীবন ও কর্ম এবং তাঁর গুণাবলী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। সবশেষে, তিনি দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৬। বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

****